''সঙ্গমযুগের সমস্ত প্রাপ্তির প্রালব্ধের অনুভব করো, মাস্টার দাতা, মহান সহযোগী হও''

আজ ভাগ্য বিধাতা বাবা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্যের সমূহ রেখা দেখে দেখে ভাগ্য বিধাতা বাবাও পুলকিত হন, কেননা, সমগ্র কল্প যদি পরিক্রমা করো তো তোমাদের মতো শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কোনো ধর্মের আত্মা, মহান আত্মা, রাজ্য-অধিকারী আত্মা, কারও এত বড় ভাগ্য নেই, যত বড় ভাগ্য সঙ্গমযুগী তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার রয়েছে। ললাট থেকে নিজেদের ভাগ্যের রেখাগুলো দেখো? বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার ললাটে ঝলমলে জ্যোতির শ্রেষ্ঠ রেখা দেখছেন। তোমরা সকলেও নিজের রেখাগুলো দেখছো? নয়নে যদি দেখো তো স্নেহ আর শক্তির রেখাগুলো স্পষ্ট । মুখে দেখো, শ্রেষ্ঠ মধুর বাণীর সমস্ত রেখা ঝলমল করছে। ওষ্ঠাধারে দেখো প্রসন্নতার আন্তরিক হাসি, আত্মিক খুশির দ্যুতির রেখা দৃশ্যমান। যদি হৃদয়ে দেখো বা অন্তর্মনে দেখো তো দিলারামের লভে লভলীন থাকার রেখা স্পষ্ট। হাতে দেখো, দুই হাতই সমুদয় ভান্ডারে সম্পন্ন হওয়ার রেখা, পায়ে দেখো, প্রতি কদমে পদমের প্রাপ্তির রেখা স্পষ্ট। কত বড় ভাগ্য!

ভাগ্য বিধাতা বাবা উদার হৃদয়ে প্রত্যেক বাচ্চাকে পুরুষার্থের দ্বারা, শ্রেষ্ঠ কলমে এই রেখাগুলো টানার উন্মুক্ত ছাড় দিয়ে দিয়েছেন। রেখা যতটা লম্বা টানতে চাও ততটা টানতে পারো, কিন্তু সময়ের মধ্যে। যার যতটা লম্বা রেখা টানার আছে সে নিজেই টানতে পারো, বাবা তোমাদের হাতে কলম দিয়েছেন। তো সেই রেখা টানতে জানো তোমরা? টেনেছো নাকি টানতে জানো না? সবাই জানো তোমরা? (হাঁ বাবা) খুব ভালো। দেখো, এখনের ভাগ্যের রেখা তোমাদেরকে সমগ্র কল্পেও শ্রেষ্ঠ বানায়, ২১ জন্ম সদা সম্পন্ন এবং খুশি থাকার রেখা তো চলতেই থাকে আর দ্বাপর, কলিযুগেও তোমাদের পূজ্য হওয়ার রেখা শ্রেষ্ঠই থাকে। সুতরাং এই সময়ের ভাগ্যের রেখা সারা কল্প সদা সাথে সাথে চলতে থাকে, কেননা, অবিনাশী বাবার অবিনাশী রেখা। তো সদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা স্মৃতিতে থাকে? থাকে তো বটেই, কিন্তু কখনো ইমার্জ থাকে, কখনো মার্জ থাকে, নাকি সদাই ইমার্জ থাকে? এই ব্যাপারে হাত কম উঠাচ্ছে। দেখো, যেন সদা ইমার্জ থাকে। ইমার্জ থাকার লক্ষণ হলো, পুরানো সব স্মৃতি পুরানো সংস্কারের সমস্ত রেখা মার্জ হয়ে যায়। কখনও পুরানো সংস্কারের রেখা কিংবা পুরানো বিষয়ের স্মৃতির রেখা ইমার্জ যেন না হয়। মার্জ হবে। আর মার্জ থাকতে থাকতে যেন সমাপ্ত হয়ে যায়। যেখানে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা ইমার্জ থাকে, সেখানে পুরানো রেখা ইমার্জ হওয়া অসম্ভব। যদি হয় তাহলে এটা প্রমাণ হয় যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা সদা ইমার্জ থাকে না। সুতরাং কী মনে করো? এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা ইমার্জ হওয়া উচিত নাকি মার্জ?

বাপদাদা বর্তমান সময়ে এখন এই সঙ্গমযুগের সমস্ত প্রাপ্তির প্রালব্ধের রূপে সব বাচ্চাকে দেখতে চান। বহু সময় ধরে পুরুষার্থ করেছো, এখন পুরুষার্থ আপনা থেকেই হওয়া উচিত, পুরুষার্থ পরিশ্রমের হওয়া উচিত নয়। তোমরা কি অন্ত পর্যন্ত পুরুষার্থের জন্য পরিশ্রম করতে থাকবে? সঙ্গমযুগের সমূহ প্রাপ্তির প্রালব্ধের অনুভব এখন যদি না করো তো কবে করবে! ভবিষ্যতের প্রালব্ধ আলাদা জিনিস। সেটা তো তোমাদের এই পুরুষার্থের প্রালব্ধের প্রতিমূর্তি। তা' তো তোমাদের পিছনে পিছনে নিজেই আসবে। কিন্তু বিশেষ ব্যাপার হলো এই সময়ের, প্রালব্ধ প্রাপ্ত করার। এরকম নয়, কেউ জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছেন? কী খবর? তখন এটা ব'লো না যে এখনো পর্যন্ত পুরুষার্থ চলছে। পুরুষার্থ তো আছেই কিন্তু এখন পুরুষার্থের প্রালব্ধ অনুভব করো। সেই প্রালব্ধ হলো সর্বশক্তিসম্পন্ন, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ববিঘ্ন বিনাশক মূর্তরূপ, এখনের এই প্রালব্ধ ভবিষ্যতে আপনা থেকেই প্রাপ্ত হবে। যেরকম ভবিষ্যতে শুধু প্রালব্ধ থাকে, পুরুষার্থ অবলুপ্ত হয়, ঠিক সেইরকমই এখন অবশিষ্ট সময়ে প্রালব্ধ স্বরূপের বিশেষ অনুভব করো। যদি প্রালব্ধ বলছো তো প্রালব্ধ পুরুষার্থেরই হয়। পুরুষার্থ করেছো, তো সেই পুরুষার্থ অনুসারেই প্রালব্ধের অনুভব করতে পারবে। কিন্তু বাপদাদা বাচ্চাদের থেকে কী চান? তোমরা জিজ্ঞাসা করো তো না যে বাপদাদা আমাদের থেকে কী চান? তো বাপদাদা তোমাদের থেকে এটাই চান, এখন অল্প সময়ের জন্য পুরুষার্থের প্রালব্ধ-স্বরূপ হয়ে যাও। হতে পারো নাকি পুরুষার্থের পরিশ্রম ভালো লাগে? প্রালব্ধ-প্রাপ্ত হবে তোমরা? এখন পুরুষার্থ করছি, পুরুষার্থ হয়ে যাবে, ক'রে দেখাবো - এই সব শব্দের অবসান হওয়া উচিত। কি করে দেখাবে, দেখাও। আর কবে দেখাবে? তোমরা কি বিনাশের সময় দেখাবে? এর সহজ বিধি হলো মাস্টার দাতা হও। বাবার থেকে নিয়েছো আর নিতেও থাকো কিন্তু আত্মাদের থেকে নেওয়ার ভাবনা রেখো না- এ' এটা করুক তাহলে এইরকম হবে। এ' বদলে গেলে তবে আমিও বদলে যাবো, এ'সব নেওয়ার ভাবনা। এইরকম হলে তবে এইরকম হবে। এগুলো সবই নেওয়ার ভাবনা। এইরকম হোক নয়, এইরকম ক'রে দেখাতে হবে। যদি হয় তাহলে এটা নয়, বরং হতেই

হবে আর আমাকে করতে হবে। আমাকে ভাইব্রেশন দিতে হবে। আমাকে দয়াবান হতে হবে। আমাকে গুণের সহযোগ দিতে হবে। আমাকে সমস্ত শক্তির সহযোগ দিতে হবে। মাস্টার দাতা হও। যদি নিতেই হয় তাহলে এক বাবার থেকে নাও। যদি অন্য আত্মাদের থেকেও পাও তাহলে বাবার দেওয়াই পাবে। সুতরাং দাতা হয়ে উদারচিত্ত হও। দিতে থাকো, কীভাবে দিতে হয় জানো তোমরা? নাকি শুধু নিতেই জানো? এখন, যা জমা করেছ তা' দাও। ব্রাহ্মণ আত্মারাও নিজেদের মধ্যে দাতা হও। তাছাড়া, যদি দাও তো আমি দিই, এটা না। আমাকে দিতে হবে। ভান্ডার আছে তোমাদের কাছে? পরিপূর্ণ আছে? গুণে পরিপূর্ণ আছে? শক্তিতে পরিপূর্ণ আছে? আছে তো দাও না কেন? নিজের জন্য কি লুকিয়ে রেখেছ? যখন ভান্ডারে সম্পূর্ণ হয়েছ তো দিতে থাকো। এ' কেন এমন করে? এ' কেন এমন বলে? এই ভাবনা ক'রো না। হৃদয়বান হয়ে নিজের গুণের, নিজের শক্তির সহযোগ দাও - একে বলে মাস্টার দাতা। মহা সহযোগী। শুধু সহযোগীও নয়, মহা সহযোগী হও। মহা দাতা হও। তাহলে বুঝেছ বাপদাদা কী চান?

পুরুষার্থের জন্য বাচ্চাদের এখনও পরিশ্রম করা বাপদাদা দেখতে পারেন না। ডায়মন্ড জুবিলী সমাপ্ত হয়েছে এবং ডায়মন্ড এখনো পর্যন্ত বেদাগ হওয়ার পুরুষার্থে লেগে আছে। ডায়মন্ড জুবিলী অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা (ডায়মন্ড) ঝলমল করতে থাকবে। তোমরা ভাববে যে ডায়মন্ড জুবিলী আমাদের তো ছিলই না, দাদীদের হয়েছে। তোমাদের হয়েছে নাকি দাদীদের হয়েছে? কাদের হয়েছে? যজ্ঞ- স্থাপনের কার্যের ডায়মন্ড জুবিলী। শুধু দাদীদের নয়, স্থাপনের কার্যের ডায়মন্ড জুবিলী। সুতরাং তোমরা সবাই দু' বছরের হও বা বারো বছরের, কিংবা ৫০ বছরের হও, কিন্তু স্থাপন-কার্যের নিমিত্ত হও তো না! নাকি না? নিমিত্ত হয়েছো? ব্রাহ্মণ মানেই ব্রহ্মা বাবার সাথে স্থাপনের কার্যে নিমিত্ত আত্মা। তাকেই ব্রহ্মা-কুমার বা ব্রহ্মাকুমারী বলা যেতে পারে। তাহলে, সবাই তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নাকি পুরুষার্থী কুমার-কুমারী? কী তোমরা? ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই ব্রহ্মাবাবার সাথী, স্থাপনের নিমিত্ত আত্মা হয়েছো। সুতরাং এমন ভেবো না আমরা তো এখন ছোট। কিন্তু সময় অনুসারে যখন সময় সমাপ্তির কাছাকাছি চলে এসেছে তখন ছোটদের, নতুনদের এত তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে, যদি তোমরা ব্রাহ্মণ হও তো... যদি ক্ষত্রিয় হও তো অবকাশ রয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ব্রাহ্মণ তো বলা হয়ে থাকে, যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতা। ক্ষত্রিয় যে সেই ব্রাহ্মণ বলা হয় না। অতএব, ব্রাহ্মণ আত্মাদের স্থাপনের নিমিত্ত হতেই হবে। তোমরা নিমিত্তই হয়েছো। সেইজন্য এখন মাস্টার দাতা হও। দান না করো কিন্তু সহযোগ দাও। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকে দান করতে পারে না, সহযোগ দিতে পারে। তো বাবা কী বললেন? মহা দাতা আর মহা সহযোগী হও। এখন তোমরা এক বছরেরও যদি হও তবুও সময় অনুসারে এখন শৈশবের সব বিষয় সমাপ্ত করো, কেননা, সব বাচ্চা বাণপ্রস্থ অবস্থার নিকটে আছো। সময়ের গতি অনুযায়ী, ড্রামার নিয়ম অনুযায়ী এখন সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা নিকটে।

বাপদাদা জানেন যে বাচ্চাদের বাবার প্রতি গভীর স্নেহ রয়েছে। গভীর স্নেহ আছে তো না? নাকি উপর-উপর স্নেহ আছে? হৃদয়ের স্নেহ আছে তবেই তো ছুটে এসেছো, এসেছো না? দেখো অসীম হলে, অসীম জগতের বাবার বাচ্চারা অসীম রূপে বিরাজমান। এই হল্ ভালো লাগে তো না! নাকি দূরে মনে হয়? দেখো, বসার ক্ষেত্রে দূর কিন্তু বাপদাদা নিজের হৃদয়ের অনেক বড় স্ক্রিনে তোমরা সব দূরে বসে থাকা বাচ্চাদের অতি নিকটে দেখছেন। দূরে দেখছেন না। বাপদাদার হৃদয়ের স্ক্রিন অনেক বড়। এখনো পর্যন্ত সায়েন্সের ওরাও বের করেনি। সেইজন্য তোমরা বসে নেই, বাপদাদার হৃদয়ে বসে আছো। এমন মনে করো? চেয়ারে বসে আছো বা শতরঞ্চিতে বসে আছো, নাকি হৃদয়ে বসে আছো? দৃশ্য তো খুব সুন্দর, ভালো লাগছে। ফুল (full) হয়েছে, পিছন পর্যন্ত ভরে গেছে নাকি কিছু খালি রয়েছে? বাপদাদা দেখছেন পিছনে অল্প কিছু খালি রয়েছে।

দেখো, বাপদাদা তোমাদের একটা কাজ দিয়েছিলেন। তোমরা ভুলে গিয়ে থাকবে, কিন্তু বাপদাদার মনে আছে। কোন্ কাজ দিয়েছিলেন? (ক্রোধ মুক্ত হওয়ার) আজ বাবা সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না। প্রথম চান্স নিয়েছো তো না, তাইতো আজ ক্রোধমুক্ত হওয়ার বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তোমরা নিরুৎসাহ হয়ে যাবে। রেজাল্ট বাপদাদার জানা আছে। বাবা পরে জিজ্ঞাসা করবেন। তোমাদেরকেও ওখান থেকে রেজাল্ট আনতে বলবেন। আজ ছেড়ে দিচ্ছেন। তোমাদের কাজ দেওয়া হয়েছিল যে তোমরা ৯ লাখ তৈরি করে দেখাও। মনে আছে প্রতিটা জোনকে বলা হয়েছিল। কোন্ জোন ৯ লাখ তৈরি করেছো?

বাংলা আর বিহারের সেবার টার্ন। তো বাংলা আর বিহার ৯ লাখ তৈরী করেছে? চুপ করে রয়েছে, কিছু বলছে না। চলো কেবল একটি জোন নয়, সকল জোন, দেশ বিদেশের সবাই মিলে ৯ লাখ তৈরী করেছে? বিদেশের বাচ্চারা বলো। ৯ লাখ হয়েছে? বাপদাদা তো নিজের ডেট ফিক্স করে থাকেন আর সেই ফিক্সড ডেটে আসেন। তোমরাও সব বিষয়ের ডেট ফিক্স

করো? এই হল্ কতদিনে তৈরী হবে, ফাংশন কবে হবে, এইসব ডেট ফিক্স করো তো না? তো এর ডেট কোনটা? ফিক্স আছে? বিনাশের এন্ড (অন্ত) এ নাকি আগে? কবে হবে? কী ভেবেছো? কোন্ ডেটে? কোনো ডেট আছে নাকি এখনও ফিক্স ক'রোনি? এও বাবা করবেন। করতে তোমাদেরকে হবে। বাপদাদা তো বলবেন শুভ কার্যে দেরী ক'রো না। তাহলে কি করবে? চলো, সীজিনের এন্ডে হয়ে গেলেও ভালো। এতটা সাহস আছে? কেবল দাতা হয়ে যাও। যদি দাতা হয়ে যাও তবে দাতার ভাবনার দ্বারা তোমাদের রয়্যাল ফ্যামিলি আর সমীপে থাকা প্রজা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাবে। তারা তো প্রতীক্ষা করছে, কেবল তোমাদের দাতা হওয়ার অপেক্ষা। মহান সহযোগী হতে কেবল দেরী। খাজানার বেশীটা নিজের জন্য বা কেবল নিজের সেবার প্রতিই লাগাচ্ছো তোমরা। নিজের নিজের সেবার ডিউটিতেই বেশী সময় ব্যয় করছো। মহান দাতা হয়ে, অসীম জগতের দাতা হয়ে ওয়ার্ল্ডের গোলকের উপরে দাঁড়িয়ে, অসীম জগতের সেবাতে ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও। বিশ্ব রাজন হতে হবে, কেবল জোন এর কিম্বা নিজের নিজের ডিউটিজ এর সার্কেলের রাজা নয়। বিশ্ব কল্যাণকারী তোমরা । এখন অসীমে যাও। অসীমে গেলে সীমিত সকল বিষয় স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে । মনোবল হলো অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বল। তাকে তোমরা ইউজ করছো না। বাণী, সম্বন্ধ, সম্পর্ক তারই সেবাতে তোমরা বিজি থাকো। এখন মনোবলকে বাড়াও। অসীম জগতের সেবা যা তোমরা এখন বাণী বা সম্বন্ধ, সহযোগের দ্বারা করে থাকো, তা মনোবল এর দ্বারা করো। তো মনোবল এর অসীম জগতের সেবা যদি নিজের অসীম জগতের বৃত্তির দ্বারা, মনোবল এর দ্বারা বিশ্বের গোলকের উপরে উচ্চে স্থিত হয়ে, বাবার সাথে পরমধামের স্থিতিতে স্থিত হয়ে অল্প সময়ও যদি করো, তবে তোমাদের তার প্রালব্ধ অনেক গুণ বেশী প্রাপ্ত হবে।

বর্তমানের সময় আর সারকামস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) অনুসারে অন্তিম সেবা হলো এই মনসা বা মনোবল এর সেবা। এর অভ্যাস এখন করো। বাণীর দ্বারা হোক কিম্বা সম্বন্ধ সম্পর্কের দ্বারা তোমরা সেবা করছো, কিন্তু এখন এই মন্সা সেবার অভ্যাস অতি আবশ্যক । সাথে সাথে এর অভ্যাস করতে থাকো। বুঝেছো কি করতে হবে? এই মন্সা সেবা সেই বিস্ময় দেখাবে যা স্থাপনার আদিতে বাবার মনসার দ্বারা আধ্যাত্মিক আকর্ষণ বাচ্চাদেরকে আকৃষ্ট করেছিল। আর মনসা সেবার ফল স্বরূপ এখনও তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, সেই আত্মারাই এখনও ফাউন্ডেশন হয়ে রয়েছেন। ড্রামার অনুসারে এই বাবার মন্সার আকর্ষণের প্রমাণ তো অত্যন্ত শক্তিশালী । তো অন্তিমে এখন বাবার সাথে তোমাদেরও মনসার আকর্ষণ, আত্মিক আকর্ষণের দ্বারা যে আত্মারা আসবে, তারা সময় অনুসারে কম সময়ে, কম পরিশ্রমে আর ব্রাহ্মণ পরিবারকে বৃদ্ধি করবার জন্য নিমিত্ত হবে। পূর্বের সেই বিস্ময় অন্তিমেও দেখতে পাওয়া যাবে। আদিতে যেমন ব্রহ্মা বাবাকে সাধারণ রূপে না দেখে শ্রীকৃষ্ণের রূপে অনুভব করতেন। সাক্ষাৎকার হলো আলাদা জিনিস, কিন্তু সাক্ষাৎ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণই দেখতেন, সেই ভাবেই খেতেনও আচরণেও আসতেন। এই রকমই তো ছিল তাই না? তো স্থাপনাতে একমাত্র বাবা করেছেন, অন্তিমে বাচ্চারা তোমাদেরকেও আত্মারা সামনে সাক্ষাৎ দেবী-দেবতা দেখতে পাবে। তারা ভাবতেই পারবে না যে ইনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি। তারাই পূজ্য ভাবের প্রভাব অনুভব করবে, তখন বাবা সহ তোমাদের সকলের প্রত্যক্ষতার পর্দা উন্মোচিত হবে। এখন একলা বাবাই প্রত্যক্ষ হবেন না। বাচ্চাদের সাথে প্রত্যক্ষ হতে হবে। স্থাপনাতে যেমন ব্রহ্মার সাথে বিশেষ ব্রাহ্মণও নিমিত্ত হয়েছে, সেই রকমই সমাপ্তির সময়ও বাবার সাথে সাথে অনন্য বাচ্চারাও দেব রূপে সাক্ষাৎ অনুভূত হবে। এর জন্য আজ এ'কথা বললাম, এখন থেকে প্রালব্ধ স্বরূপে স্থিত হও। ছোট ছোট ব্যাপার গুলির থেকে এখন ঊর্ধ্বে যাও। বিশেষ প্রালব্ধ স্বরূপের সাক্ষাৎকার নিজেও করো আর অন্যদেরকেও করাও। বুঝেছো? এখন সকলে নিজের অনাদি স্বরূপে এক সেকেন্ডে স্থিত হতে পারো? কেননা অন্তিমে এক সেকেন্ডের মধ্যেই সিটি বাজবে। সুতরাং এখন থেকে অভ্যাস করো। ব্যস্ স্থিত হয়ে যাও (ড্রিল করালেন) । আচ্ছা ।

সর্ব চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে সর্বদা ভাগ্য রেখাকে ইমার্জ রূপে স্মৃতিতে রেখে থাকা আত্মাদেরকে, সর্বদা নিজের সঙ্গমযুগী সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ প্রালব্ধকে অনুভবকারী, সর্বদা মাস্টার দাতা, মহা সহযোগী আত্মাদেরকে, সর্বদা মনসা সেবার দ্বারা বিশ্বের আত্মাদেরকে কল্যাণকারী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বরদানঃ- কর্মযোগের স্টেজের দ্বারা কর্মভোগের উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী বিজয়ী রত্ন ভব

কর্মযোগী হয়ে উঠলে শরীরের কোনো কর্মভোগ ভোগের রূপে অনুভব করায় না। মনের মধ্যে কোনও রোগ থাকলে তাকে রোগী বলা হবে, মন নিরোগী মানে সে সদা সুস্থ। শুধুমাত্র শেষ শয্যায় বিষ্ণুর মতো জ্ঞানের সুমিরণ করতে করতে পুলকিত হতে থাকবে, মনন শক্তির দ্বারা আরোই সাগরের তলদেশে যাওয়ার চান্স পাওয়া যায়। এই রকম কর্মযোগীই কর্মভোগের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে বিজয়ী রত্ন হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ- সাহসকে সাথী বানিয়ে নাও, তবে প্রতিটি কর্মে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;